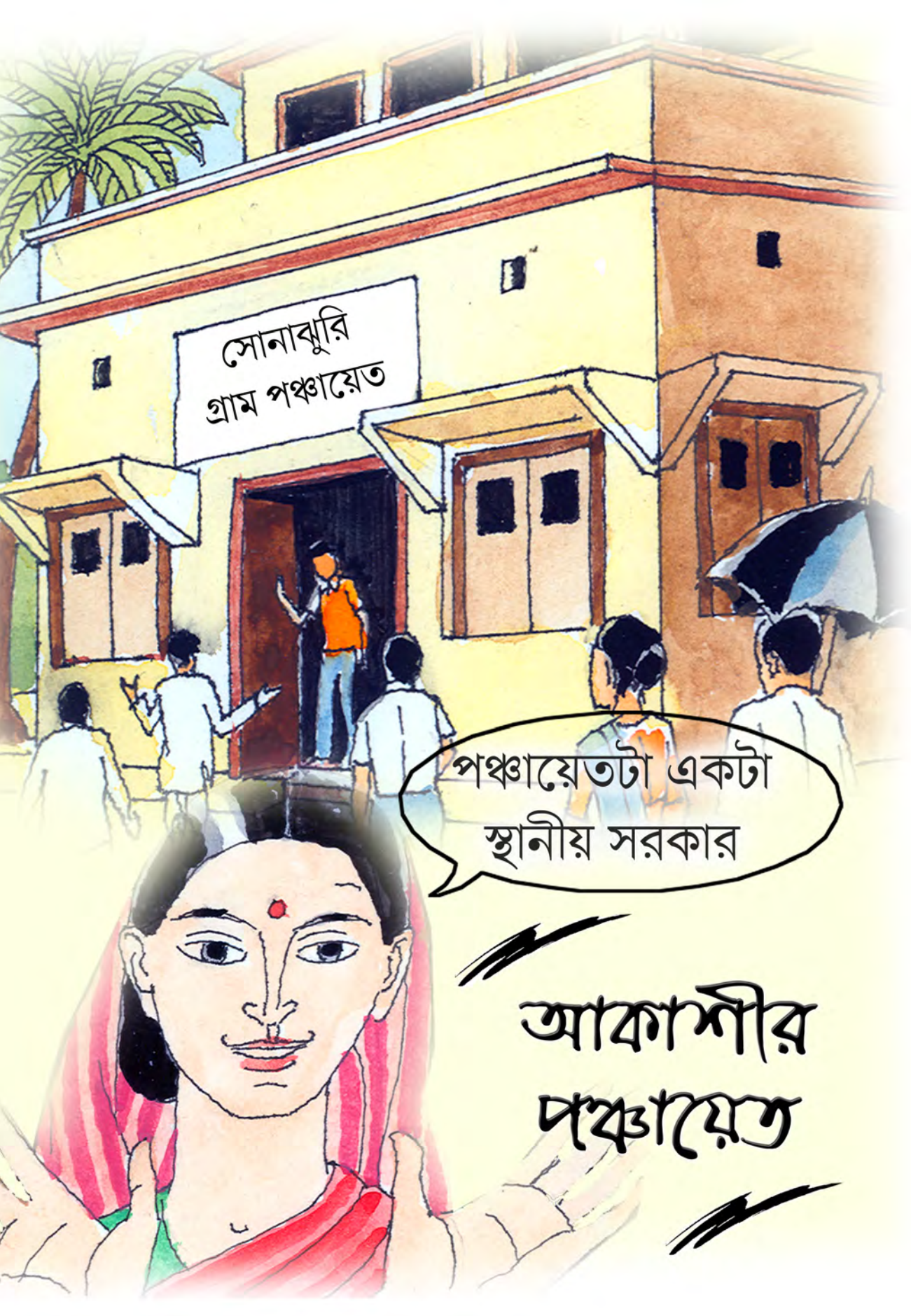

আকাশীর পঞ্চায়েত

আকাশীর পঞ্চায়েত

আকাশীর পঞ্চায়েত
(Akashir Panchayat)

অলংকরণ: শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

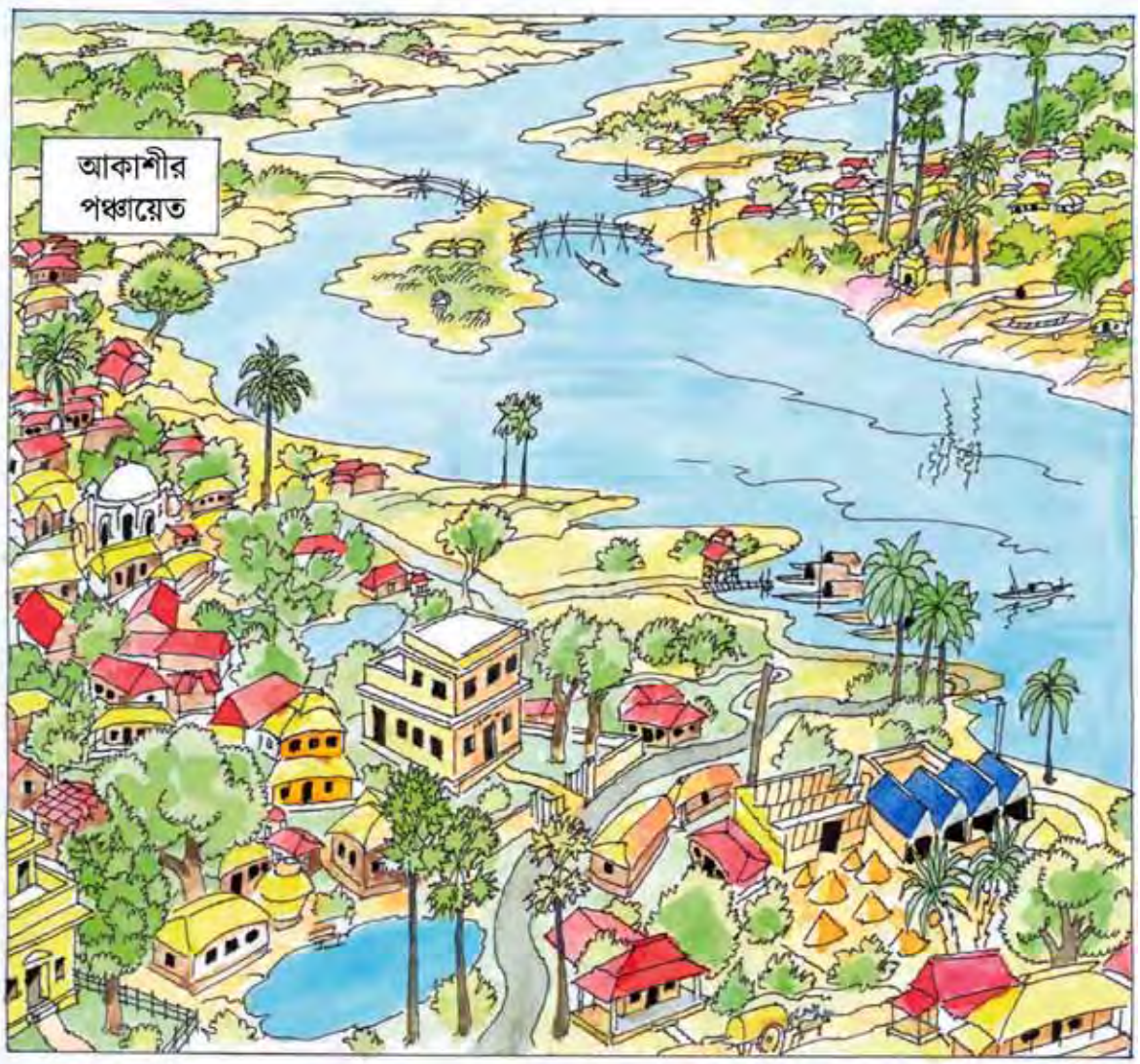
আকাশীর
পঞ্চায়েত

নন্দখুড়ো এক কাপ
চা দাও গো।

পঞ্চায়েতের ভোটের ফল
বেরিয়েছে শুনেছ?

হ্যাঁ সবগুলোই আমরা পেয়েছি।

আমাদের অখিলের বৌ তো অঞ্চল প্রধান হচ্ছে।
এবারে তো ঐ মেয়েটাই সবার পছন্দ ছিলো।

এবার মহিলা সিট বলে পার্টি অখিলের বৌকে দাঁড় করালো।
বৌটার নামটা কি যেন?

ওর নাম আকাশী। বিপিন মন্ডলের বড় ছেলে অখিলের বৌ

বিপিনদা অবশ্য নিজেও একজন অভিজ্ঞ পার্টি কর্মী ছিলো।
রাস্তায় কত লোক জমা হয়েছে দেখেছো?

ঐ যে বিজয় মিছিল আসছে, আকাশী আসছে সবার আগে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে জিতলো কে,
আকাশী মন্ডল আবার কে ...
অঞ্চল প্রধান হচ্ছে কে,
আকাশী মন্ডল আবার কে...
ভালো আছেন কাকা?
খুব খুশী হয়েছি
আমরা সবাই
আশীর্বাদ করুন যাতে
ভালো করে
কাজ করতে পারি।
নিশ্চয়ই করবে।
প্রধান হয়েও কি সুন্দর ব্যবহার
দেখেছো, একটুও দেমাক নেই।
ঠিক লোকই প্রধান হলো মনে হচ্ছে।
মেয়েটা উচ্চ মাধ্যমিক পাস।

শুনছো বৌমা বিজয় মিছিল করে বাড়ী ফিরেছে।
যাক বৌমা আমার মান রেখেছো। শাঁখ বাজাও ধান দুব্বো নিয়ে এসো।
আশীর্বাদ করুন বাবা।
আহা থাক মা থাক..
আশীর্বাদ করি..
যথার্থ প্রধান হয়ো মা। জানবে সবার আগে মানুষ আর পঞ্চায়েত মানুষের প্রতিষ্ঠান।
আপনার পরামর্শও চাই। পঞ্চায়েত, উন্নয়ন -- এখানে এসব আপনি সবচেয়ে ভালো বোঝেন।

শোনো গিন্নী, আকাশী একটা বড় দায়িত্ব নিতে যাচ্ছে। আজ সংসারের কাজ থেকে ওর ছুটি।
রোজ তুমি আমাদের ভাত বেড়ে খাওয়াও। আজ আমি খাইয়ে দি।
আমার কিন্তু হিংসে হচ্ছে মা।
চুপ করতো তুই। বৌয়ের জন্য তোর গর্ব হওয়া উচিত।
আমার তো পঞ্চায়েতের কাজ নিয়েই সময় যাবে। তুমি একটু বেশী করে ঘরের কাজে মন দিও।
নিশ্চয়ই দেবো। আমি ঠিক সামলে নেবো। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।
তুমি কিন্তু ভালো করে দেখেশুনে সব সই করো।

প্রধানের কাজে অনেক ঝুঁকি আছে।
পার্টি তো আর আগের মতো নেই। অনেক লোক, কার কি মতলব কে জানে। ভেবে চিন্তে কথা বলো।
সাবধানে থেকো আর বাবার সঙ্গে পরামর্শ কোরো।
কথাগুলো বলে ভালো করেছো গো। ভগবান আছেন, সৎপথে থাকলে কোনো ক্ষতি হবে না।
পরদিন কি ঘটবে আকাশী জানতো না। সে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লো।

আগুন
আগুন
আগুন
হায় হায় আগুনে পুড়ে সব ছারখার হয়ে গেলো। এবার পথে বসতে হবে।

আমাদের নতুন প্রধানকে কেউ খবরটা দিলে ভালো হতো।

ঠক - ঠক - ঠক - ঠক -
শুনছো কারা যেন দরজায় ধাককা দিচ্ছে।

কি ব্যাপার হরিহর দা?

কামারপাড়ায় আগুন লেগে সর্বনাশ হয়ে গেছে। মজিলভাইয়ের কামারশালা পুড়ে ছাই।

এখুনি যাচ্ছি। নিখিলকে বাইকটা বার করতে বলো।

কামারপাড়া
প্রধান এসেছে।
ঐ তো মজিল..

আসুন দিদি, বসুন এখানে।
ঠিক আছে, ঠিক আছে।
সর্বনাশ হয়ে গেল দিদি। বোধহয় কামারশালার আগুন পুরো নিভিয়ে আসেনি, সব পুড়ে ছাই।
চিন্তা কোরো না মনোয়ারা উপায় একটা হবেই।
মনোয়ারা আমাদের স্বনির্ভর দলের সদস্য। ওর আটশো টাকা জমেছে। দরকার হলে নিতে পারো।
দল থেকে আরো কিছু টাকা লোন পেতে পারে কি?
হ্যা, তাহলে মিটিং করে ঠিক করতে হবে।
স্বনির্ভর দল যা করবার করবে, কিন্তু পঞ্চায়েত কি এই বিপদে কিছু করবে না?
আরে আকাশী তো এখনো অফিসেই যায়নি। দেখি কতদূর কি করা যায়।
আরে ঐ তো সুকুমারদা এসে গেছেন।

আচ্ছা সুকুমারদা, ব্লক অফিসে কি যেন দেয়, জি আর না কি? তার জন্য কি করতে হয়?
কিন্তু সে তো পরের কথা, এখন কি হবে?
অফিসটা খুলতে দাও, দেখি কি করতে পারি। কথা দিচ্ছি কিছু একটা হবে।
মনোয়ারা বাচ্চা মেয়েটাকে একটু দুধ-মুড়ি খাইয়ে দাও।
ফেরার পথে
মজিলকে দিয়ে ব্লকে একটা দরখাস্ত লেখাও আর তুমি প্রধান হিসেবে সুপারিশ করে দাও।
লিখবে যে তুমি নিজে গিয়ে দেখে এসেছো। আর পঞ্চায়েতে গিয়ে দেখো ওন ফান্ডে কিছু আছে কিনা।

সোনাঝুরি
গ্রাম পঞ্চায়েত

ঐ তো অঞ্চল প্রধান এসে গেছে।

সবার সঙ্গে আলাপ হয়ে যাক।

দেবুদা আপনি তো পঞ্চায়েতের সেক্রেটারী।
আপনি বলুন এখানে কে কে আছেন।

দশজন নির্বাচিত সদস্য তো আছেনই,
আর অফিসের লোক বলতে আমি
দেবপ্রসাদ, এক্সিকিউটিভ
অ্যাসিটান্ট বিমল,
সহায়ক সাহাবাবু,
নির্মাণ সহায়ক তরুণ।

এছাড়া আছে দুই কর্মী
পাঁচু আর মনুর মা।
আর আছে প্রাণী
সহায়ক মহেন্দ্রবাবু..

আছে কর আদায়কারী আবদুল, রেভিনিউ ইন্সপেক্টর দাসবাবু কাজে গেছেন।

আসুন সবাই মিলে বসা যাক। পাঁচু একটু মিষ্টি নিয়ে এসো, সকলে একটু মিষ্টিমুখ করা যাক।

প্রথমদিনেই একটা সমস্যা হয়েছে। কামারপাড়ার মজিলভাইয়ের ঘর পুড়ে গেছে কাল রাতে। আমি দেখে এসেছি। বৌ মেয়ে নিয়ে সে একেবারে অসহায়।

আপনারা বলুন কিছু কি করা যায়?

মজিলকে আমিও চিনি। কামারশালাটাই তার ভরসা। ওন ফান্ড থেকে ১০০০টাকা স্যাংশন করা যেতে পারে। আপনারা কি বলেন?

ওন ফান্ড ব্যাপারটা কি দেবুদা একটু বুঝিয়ে বলবেন?
ওন ফান্ড হলো পঞ্চায়েত যে ট্যাক্স বসায়, লাইসেন্স বা টোল ফি নেয় সেসব থেকে পঞ্চায়েতের নিজস্ব আয়।
তাহলে ওন ফান্ড কি সবাই বুঝেছেন তো, আমরা কি ১০০০ টাকা দিতে পারি?
হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়ে দাও।
আচ্ছা এবার সদস্যরা সবাই শুনুন। আমাদের নিয়মিত মিটিং করতে হবে। মিটিং হবে মাসের প্রথম সোমবার আর তৃতীয় সোমবার। কি সবাই রাজী তো?
মাসে দুবার মিটিং আগের টার্মেও হতো। সবাই কি রাজি?
হ্যাঁ, হ্যাঁ সবাই রাজি।

আপনারা সবাই রয়েছেন, তাই কাজের কথাগুলি বলেই ফেলি। সরকার পঞ্চায়েতের সদস্যদের অনেক কাজ দিয়েছে।
সব একদিনে বলবো না, তবে আজকে যেনে যান কোথায় কোথায় আপনাদের সই লাগবে।
সদস্যদের সই ছাড়া কোনো কাগজ এগোবে না।
ঠিক আছে, আপনি এক এক করে বলে দিন আর সবার হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে দিন। তবে একটু তাড়াতাড়ি, সদস্যদের অনেকদুর হেঁটে ফিরতে হবে।
সে আমি আগেই তৈরী করে রেখেছি।
△ জন্ম সার্টিফিকেট
△ মৃত্যু সার্টিফিকেট
△ রেসিডেন্সি সার্টিফিকেট
△ ওয়ারিশন সার্টিফিকেট
△ বিনা চিকিৎসায় হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য সার্টিফিকেট
△ বিল্ডিং ফর্ম

প্রথম দিনেই অনেক কিছু জানতে পারলাম। আজ আসি।
চলুন আমিও বেরোবো।

ওন ফান্ডের ব্যাপারটা আরেকটু বুঝিয়ে বলুন তো দেবুদা?

আমাদের পঞ্চায়েত ওন ফান্ডে কি করে আয় হতে পারে?

এলাকার মানুষ ও নানা সম্পদের থেকে কর, ফি, টোল, সার্ভিস চার্জ নিয়ে হয় সরকারের ওন ফান্ড।

এভাবে আয় করার জন্য বাই-ল তৈরী করতে হয়, সরকার থেকে তার গাইডলাইন দিয়েছে।

বাড়ী, গাড়ী, সিনেমা,
ভিডিও হল, ছোটখাটো
কলকারখানা, খাবার জল,
সেচের জল, ট্রেড লাইসেন্স,
হাটের বিক্রির উপর ফি,
পোসটার, হোর্ডিং, মোবাইল
টাওয়ার লাগানোর ফি,
এসবের থেকে আসে ওন ফান্ড।
এগুলো নিয়ে নতুন করে
ভাবতে হবে। নিজস্ব ফান্ড
আরো অনেক বাড়ানো
দরকার।
নিজস্ব আয় না থাকলে সেটা
আবার পঞ্চায়েত নাকি।
ঐ তো বৌমা এসে গেছে। দেবু এসো।
তোমার প্রথম দিন কেমন কাটলো?
আহা মেয়েটা সবে ফিরলো,
চানখাওয়া করুক, পরে শুনো।
বিকেলে
এবার বলো বৌমা
কেমন গেল সারাদিন?
আমার মনে হলো পঞ্চায়েতকে
নিজের পায়ে দাড়াতে হবে। তা
নাহলে এত কাজ কি সরকারী
সাহায্য নিয়ে করা যাবে?
বলো কি বৌমা
তুমি তো আসল
কথাটাই বলে
ফেলেছো।

দশ বছর আগে আমি যখন একথা বললাম, তখন সবাই বললো পঞ্চায়েত চালাবে সরকার আর পার্টি। সরকারের টাকা আর পার্টির ভাবনা।
অথচ সংবিধান খুলে দেখি বলা আছে পঞ্চায়েত স্থানীয় সরকার। তা তুমি কি করতে চাও বলো?
আমি পঞ্চায়েতকে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে চাই। আমাদের নিজস্ব আয় বাড়াতে হবে।
ঠিক ভেবেছো বৌমা। জানোতো ওন ফান্ড ছাড়াও আরো দুটো আয়ের সূত্র আছে পঞ্চায়েতের। ক্রমশ সবই জানবে।
আপনার কাছে কি সব বই আছে আমায় দেবেন? স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ। আমি সব পড়বো।
দেবো, দেবো। খুঁজে বার করি। এখন যাও শাশুড়ি মা না হলে রাগ করবেন।

পরদিন সকালে
রমা স্কুলের বই সব গুছিয়ে নাও। টিফিনটা নিতে ভুলো না
মা জানো আমার বন্ধু জবা খুব অসুস্থ।

কি হয়েছে ওর?
ঠিক জানি না সবাই বলাবলি করছিলো ওদের পাড়ায় নাকি খুব ডায়রিয়া হচ্ছে। ওরও হয়ত..

ওমা সেকি বলবি তো আগে? আমাকে তাহলে সেখানে যেতে হবে। তুই আজ কাকার সঙ্গে স্কুলে চলে যা।

প্রধান সাহেব কোথায় চললে?
সুকুমারদা একটু চলুন তো আমার সাথে, কাজ আছে..

নতুন পাড়ায় যাচ্ছি, রমার বন্ধু জবার খুব ডায়রিয়া হয়েছে।
হ্যা ওখানে নাকি ডায়রিয়া হচ্ছে শুনছি।

এটা কি জবাদের বাড়ী?

আপনি কি জবার মা, ও কেমন আছে?
তিন চার দিন ধরে ডায়রিয়ায় ভুগছে, মাঝে মাঝে খিচুনি হচ্ছে।
ভয় পাবেন না। দু চামচ চিনি আর অল্প নুন মিশিয়ে নিয়ে আসুন।
সুকুমারদা এ গ্রামে ডাক্তার সনৎ মন্ডল থাকে না, তাকে ডাকা যায় না?
মেয়েটাকে বোধহয় আর বাঁচাতে পারলাম না।
আধঘন্টা অন্তর অন্তর নুন চিনির জল খাওয়াতে থাকুন।
চিন্তা করবেন না, ডায়রিয়া এমন কিছু রোগ নয়, সাবধান হওয়া দরকার।
ভয় পেয় না, আমার ব্যাগেই ওষুধ আছে। নিয়মিত খাওয়াও। আর নুন চিনির জল খাইয়ে যাও।

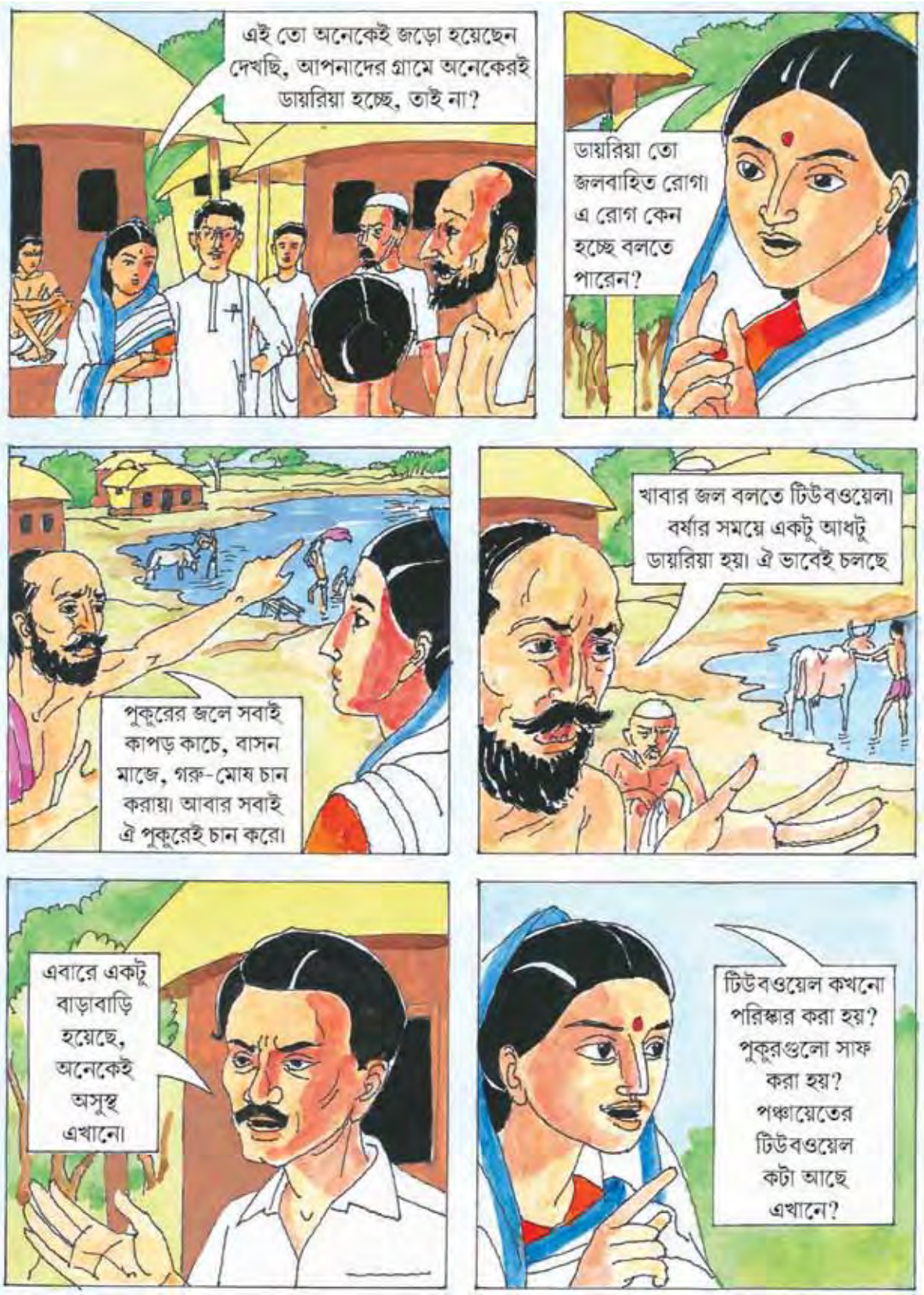
এই তো অনেকেই জড়ো হয়েছেন দেখছি, আপনাদের গ্রামে অনেকেরই ডায়রিয়া হচ্ছে, তাই না?
ডায়রিয়া তো জলবাহিত রোগ। এ রোগ কেন হচ্ছে বলতে পারেন?
পুকুরের জলে সবাই কাপড় কাচে, বাসন মাজে, গরু-মোষ চান করায়। আবার সবাই ঐ পুকুরেই চান করে।
খাবার জল বলতে টিউবওয়েল। বর্ষার সময়ে একটু আধটু ডায়রিয়া হয়। ঐ ভাবেই চলছে
এবারে একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে, অনেকেই অসুস্থ এখানে।
টিউবওয়েল কখনো পরিষ্কার করা হয়? পুকুরগুলো সাফ করা হয়? পঞ্চায়েতের টিউবওয়েল কটা আছে এখানে?

তা ১৭-১৮টা হবে?
সে গুলো কি পরিস্কার করা হয় কখনো?
না সেরকম তো কোনো স্কীম নেই।
সামান্য ব্লিচিং পাউডার হলেই তো কলগুলো সাফ হতে পারে। তার জন্য স্কীম লাগবে নাকি?
আপনারা কলগুলো সাফ করতে উদ্যোগ নিন। পঞ্চায়েত ব্লিচিংয়ের খরচা দেবে আর কয়েকটা রোজ দেবে।
আকাশীদি এসে গেছে..
চলো বসি। চলুন সবাই বসা যাক। আজ স্বাস্থ্যের মিটিং বলে অনেকে এসেছে দেখছি।

আমি স্বাস্থ্যের মিটিং শুরু করছি। হয়ত শুনেছেন, নতুন পাড়ায় ডায়রিয়া হচ্ছে।
আমাদের এব্যাপারে কি কিছু করার আছে? সদস্যরা কি বলেন?
আচ্ছা সদস্যরা কি জানেন আপনাদের এলাকায় পঞ্চায়েতের কল কটা আছে?
১৮টা
জানি না
১৫টা
১৬-১৭টা
আমরা চাই প্রতিটি মেম্বার তার এলাকায় টিউবওয়েল আর পুকুর সাফ করার উদ্যোগ নিক। পঞ্চায়েত ব্লিচিং আর চূন দেবে, আর কিছু রোজ দেবে।
হ্যাঁ এটা খুব দরকার।
আরে স্বাস্থ্যের সুপারভাইজার ম্যাডাম কোথায় চললেন?
আমার একটু তাড়া আছে, আমি যাচ্ছি।
না আপনাকে থাকতে হবে। আমি স্বাস্থ্যের চিত্রটা আজ ভালো করে বুঝতে চাই। বসুন।

পঞ্চায়েতে সাব সেন্টার দুটো, আর অঙ্গনওয়াড়ী তো ৫ টা?
দুটো সাব সেন্টারেই একজন করে দিদিমনি আছে।
অঙ্গনওয়াড়ীতে ১টা করে সহায়িকা আছে। সাব সেন্টারের পাকা বাড়ী আছে কিন্তু অঙ্গনওয়াড়ী চলে বারান্দায়।
গ্রামের সমস্ত বাচ্চা টীকা নেয় কি?
হ্যা মোটামুটি সব বাচ্চাই টীকা নিচ্ছে।
আপনাদের কাজে কি সমস্যা হচ্ছে বলুন আমাকে।
না না কোনো সমস্যা নেই.. ..
সবই ঠিকঠাক চলছে।
সবারই দেখছি বাড়ী ফেরার তাড়া, ব্যাপারটা আগে বুঝি.. ..
সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে
বৌমা এই বইটা পড়ে দেখো।
বাঃ এতে তো সবই লেখা আছে। কটা টীকা লাগে, সাবসেন্টারে কি থাকে অঙ্গনওয়াড়ীতে কি পরিষেবা পাওয়া যায়----এসব অনেক কিছু।

ব্লকে আজ মিটিং আছে। বিডিওসাহেব সব নতুন প্রধানদের ডেকেছেন।
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
বিডিও, সভাপতি এসে গেছেন, চলো।
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের অফিস
আজ প্রায় সবাই এসে গেছেন স্যার।
বাঃ এই তো চাই, চলুন বসি।
ইনি একজন নতুন প্রধান।
নমস্কার স্যার
নমস্কার। ব্লক অফিসে স্বাগত জানাই।
আজকে নতুন পঞ্চায়েতদের নিয়ে প্রথম মিটিং। তাই প্রাথমিক কথাগুলো বলছি। পঞ্চায়েতকে বাই-ল করতে হবে।

বাই-ল মানে জানেন কেউ?
আমি বলবো?
বাই-ল হলো কোন কোন সম্পদ থেকে পঞ্চায়েত কতো কর, ফি, টোল নিতে পারে তা ঠিক করা। সরকার একটা গাইডলাইন দিয়েছে, সেই গাইড লাইন অনুযায়ী প্রথমে রেট ঠিক করতে হবে, তার ভিত্তিতে করের এস্টিমেট করতে হবে আর তারপর আদায় করতে হবে।
খুব ভালো বলেছেন। আচ্ছা এবার বলি বাজেটের কথা। আনটায়েড ফান্ড আর আসেনি। টুয়েলভ ফিনান্স কমিশনের টাকা এসেছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এছাড়া ১০০দিনের কাজ আছে।
এসব কি বলছে রে বাবা! আনটায়েড ফান্ড, টুয়েলভ ফিনান্স কমিশন..
ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি প্রধানসাহেবা, আপনি ঘুমুলে তো অঞ্চলও ঘুমিয়ে পড়বে।
আপনি কি জানেন আপনার পঞ্চায়েতে কতগুলো স্কীম আছে?
কেন ইন্দিরা আবাস, ১০০দিনের কাজ আর..

এছাড়াও আরো আছে। কে সব বলতে পারবেন?
আমি বলছি। অন্ত্যোদয়, অন্নপূর্ণা, প্রফুল্লাল, নোয়াপস, কিশোরী শক্তি যোজনা, জননী সুরক্ষা যোজনা, পারিবারিক সহায়তা, ..
সবাইকে এগুলো ভালো করে জানতে হবে। কি আকাশী দেবী?
হ্যাঁ স্যার নিশ্চয়ই।
আমাকে সব জানতেই হবে..
সবাই একটু পরের মিটিংয়ে স্কীম ভিত্তিক খরচার অবস্থাটা নিয়ে আসবেন। আজকে এই থাক।
সব আজকেই জেনে নেবো শ্বশুরমশাইয়ের কাছ থেকে।

বাড়ীতে ফিরে স্বামীর সঙ্গে দেখা
দ্যাখো বলে নিয়ে অনেক খবর
পঞ্চায়েতবার্তা একটা পত্রিকা এসেছি। দরকারী থাকে।
টাউনে একটা দোকানে মেয়ের জামা কিনতে ঢুকবো, দেখি ফুটপাতে বিক্রি হচ্ছে।
রাতে খাবার সময়
বিডিওর কথায় বুঝলাম অনেক স্কীমের কথা জানতে হবে। আপনার কাছ থেকে ভালো করে বুঝতে চাই।
বেশ তো বলবো সব।
কই গো পান দাও, বৌমা মনে হয় পঞ্চায়েতটাই বদলে দেবে এবার। যা শুরু করেছে !!
এই বইটা ট্রাঙ্ক থেকে বের করেছি, অনেক খবর আছে এতে। কোনটা জানবে?
আনটায়েড আর টুয়েলভ ফিনান্স কি?
এটা খুব গম্ভীর ব্যাপার। বলবো সব, তার আগে বলো দেখি পঞ্চায়েতটা কি?

কেন? একটা সরকারী সংস্থা
হাঃ হাঃ, নারে পঞ্চায়েত হলো একটা স্থানীয় স্বশাসিত সরকার।
আচ্ছা সরকার হতে গেলে কি লাগে?
টাকা লাগে, লোক লাগে, আইন লাগে, পুলিশ লাগে..
হ্যা তবে আরো আছে যেমন ট্যাক্স লাগে।
আচ্ছা সরকারের প্রয়োজনটা কি?
কেন মানুষের উন্নতির জন্য।
কি দিয়ে উন্নতি হচ্ছে বোঝা যায়?
সকলের আর্থিক অবস্থা ভালো হলে।

বেশ, শোনো তবে। স্থানীয় সরকার হিসেবে গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ হলো মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা।
সামাজিক ন্যায়টা কি?
এই যেমন সবাইকে সমান চোখে দেখা।
হ্যাঁ তবে আরো আছে। পরে বলছি।
পঞ্চায়েতের টাকা মূল চারদিক থেকে আসে। ট্যাক্স, দেশের তহবিল, রাজ্যের তহবিল, আর স্কিমের টাকা।
তা আনটায়েড আর টুয়েলভ ফিনান্স কমিশন..
দেশের তহবিল কত পাবে তা ঠিক করে ইলেভেন, টুয়েলভ ফিনান্স কমিশন, আর রাজ্যের তহবিল কত পাবে তা ঠিক করবে রাজ্য অর্থ কমিশন।
রাজ্যের টাকাকে তোমরা বলো আনটায়েড ফান্ড আর দেশের টাকাকে টুয়েলভ ফিনান্স কমিশন

ও তার মানে এটাও একটা স্কীম..
মনে রেখো এদুটো কোনো স্কীম নয় এ পঞ্চায়েতের হক, ন্যায্য অধিকার।
সংবিধান এই অধিকার দিয়েছে, কেউ তা কেড়ে নিতে পারে না। স্কীম তো ওদের ইচ্ছের ব্যাপার।
আজ এই পর্যন্ত থাক। আমাকে কাল জেনে এসে বলবে গত পাঁচ বছরে পঞ্চায়েত এই দু খাতে কত টাকা পেয়েছে।
ঠিক আছে বাবা।
সেকি আর খুঁজে পাওয়া যাবে, কাগজ পত্রের যা অবস্থা !
আশ্চর্য, পঞ্চায়েত যে একটা সরকার একথা কেউ বলেনি কখনো !
হ্যা গো তুমি কখনো শুনেছো পঞ্চায়েত একটা স্থানীয় স্বশাসিত সরকার?
বাপের জন্মে শুনিনি। চিরকাল জানি পঞ্চায়েত সরকারী সংস্থা, সরকার যা বলবে তাই করবে। এখন ঘুমোও দেখি।

হ্যারে নিখিল তোর আজ কলেজ নেই?
কেন বৌদি কোথাও যেতে হবে?
আজ একটু বাইকে করে ঘুরবো। এলাকাটা দেখবো। স্কুল, সাবসেন্টার, অঙ্গনওয়াড়ী, সব দেখবো।
নিয়ে যেতে পারি, সন্ধ্যেয় সিনেমা যাবো টাকা দিতে হবে।
বেশ বেশ তুই তৈরী হয়ে নে।
আমি তৈরী।
অঙ্গনওয়াড়ী এসে গেছি বৌদি।
দাঁড়া দাঁড়া
মিতুলদি কোথায় গেলো?
এই তো এখানে মনুর মা আর আমি রান্না করছি।

মিতুলদি একবার এখানকার খাতা দেবেন?
এখনি আনছি।
হুঁ ৭৫টি বাচ্চা আসার কথা, আসে ৩৭টি, তাও নিয়মিত নয়। মায়েরা মাত্র ২০ জন আসে। জিনিষপত্র কিছুই প্রায় নেই, রান্না বান্নার জিনিস ছাড়া।
কেন সবাই নিয়মিত আসে না বলতে পারো?
যাদের বাড়ী একটু দূরে তারা আসে না। এখানে সব কিছু পাওয়াও যায় না।
তাছাড়া আমাদেরও গাফিলতি আছে, রান্না ছাড়া আর বিশেষ কিছু করতে পারি না..
সব হবে, চিন্তা কোরো না।
এবার কোথায় বৌদি?
চল শিশু শিক্ষা কেন্দ্রটা দেখে আসি।

এসো আকাশী, কেমন আছো?
আপনার খবর নেবো বলে এসে পড়লাম।
বাঘ
শিশু শিক্ষা কেন্দ্র

বলুন, আপনার কেন্দ্র ঠিকঠাক চলছে?
এখনো গাছতলাতেই বসতে হচ্ছে, রান্নার জন্য সবে একটা ছাউনী হয়েছে।

বাচ্চাগুলোর উৎসাহ আছে খুব। নাম আছে ৩২ জনের। রোজ আসে ২৭-২৮জন। মেয়েদের উৎসাহ বেশী। দেখবে কত কিছু শিখছে?

নামতা মুখস্থ বল দেখি?
আমি বলবো
আমি বলবো
আমি বলবো

আহা একজন বলো।
ছয় নয় ৫৪
আট- আটটে ৬৪
সাত দুগুণে ১৪

আচ্ছা এখানে পরিচালন কমিটি মিটিং করে নিয়মিত?
না ভাই। তাদের দেখা নেই। তবে ভিইসি বসে মাঝে মাঝে।
দেখি কি করতে পারি? আজ চলি।
চল এবার স্কুলে যাই।
যো হুকুম প্রধান সাহেব।
স্কুল বসে গেছে যাই দেখে আসি
সোনাঝুরি প্রাথমিক বিদ্যালয়
মানিকবাবু আসতে পারি?
আসুন আসুন কি মনে করে?
আপনার স্কুলে তো সবাইকে বসতে দিতে পারেন না। একটা মাত্র ঘর!
চলুন বাইরে গিয়ে কথা বলি।

বলুন কি বলছিলেন?
স্কুলের কি কি সমস্যা বলুন।
এত পড়ুয়া আর আমি একা। একটাই ঘর, বেঞ্চিও কম, খুবই অসুবিধের মধ্যে আছি।
কজনের নাম লেখানো আর কজন আসে?
তার কোনো ঠিক নেই।
আর কতজনের রান্না হয়?
একেক দিন একেক রকম
আপনাকে সাহায্য করতে গেলে আমার এগুলো জানা দরকার, তাই বলছি।
স্কুলের সামনের জমিটায় বাগান করা যায় না?
হ্যাঁ তা অবশ্য যায়।
এখানে ভিইসি বসে কি? আর মাদার টীচার অ্যাসোসিয়েশন ?
টাকা এলে একবার বসে। মাদার টাদার নেই।
আচ্ছা চলি, নিখিল চল এবার সাবসেন্টারের দিকে যাওয়া যাক।

উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র
একি আপনারা চললেন, কটা বাজে?
আরে আকাশীদি যে, লোকজন নেই তাই..
চলুন মাধবীদি, ভেতরে বসা যাক। একটু জল খাওয়ান।
চা খাবেন? এখানেই করা যাবে।
এখানে কতজন গর্ভবতী মহিলার নাম লেখানো আছে?
তা ১৩০ মতো হবে।
সবাই আসে?
মোটামুটি, সবাই নয়।
এখানে যা সব থাকার কথা, সব কি আছে।
সবই আছে।
সব বাচ্চারা কি ৬টি রোগের টীকা নেয়?
মোটামুটি প্রায় সবাই নেয়।
এই বইটায় লেখা আছে কি কি থাকার কথা, দেখুন।
লম্বা টেবিল
ছেলে মেয়েদের আলাদা টয়লেট
দু রকম ওজন মাপার যন্ত্র
রক্তচাপ মাপার যন্ত্র
জল গরম ও স্টেরিলাইজ করার ব্যবস্থা
খাবার জলের ব্যবস্থা
রেজিস্টার
বা বা এতো!

এখন বলুন তো কি কি আছে আর কি কি নেই?
এর মধ্যে তো অনেক কিছুই নেই।
আমি আসলে কি কি খামতি আছে তা বুঝতে চাইছি, তবেই তো শোধরাতে পারবো।
আজ আসি, আশা করি আপনাদের সহযোগিতা পাবো।
নিশ্চয়ই
উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র
এবারে বোঝা গেল প্রধানের কাজ। স্কুল, সাব সেন্টার, অঙ্গনওয়াড়ী, স্কীম, সরকারের আইন, ওরে বাবা !!
এবার জোরে চালা, পঞ্চায়েতে নিশ্চয়ই সবাই অপেক্ষা করছে।

সোনাঝুরি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়
কোথায় ছিলেন এতক্ষণ, কত চেক সই করতে হবে..
আমি অঞ্চলটা একটু ঘুরে দেখছিলাম, চলুন বসা যাক।

বাস্তব পরিস্থিতি একটু একটু করে বুঝতে পারছি।

দিন, কোথায় কি সই করতে হবে।

প্রথমে জন্ম সার্টিফিকেটগুলো সই করে দিন।
আচ্ছা এই বাচচাগুলো যে এখানে হয়েছে তার প্রমাণ কি?
এইতো সেন্টারের সই, বিসিজির টীকা পড়েছে তার প্রমাণ, সব আছে।
ট্যাক্স ক্লিয়ার করা আছে তো?
হ্যাঁ দেখে নিয়েছি।
আমাকে দেখান তো?
আমাকে বলুন তো প্রধানকে কতগুলো সার্টিফিকেট সই করতে হয়?
জন্ম সার্টিফিকেট, মৃত্যু সার্টিফিকেট, বিল্ডিং ফর্ম এর অনুমোদন, ওয়ারিশন সার্টিফিকেট, বিনা পয়সায় হাসপাতালে চিকিৎসার সুপারিশ, রেসিডেন্সি সার্টিফিকেট, ট্রাইবাল ছেলেমেয়েদের বৃত্তির সুপারিশ, রেশন কার্ডের জন্য সুপারিশ, লোনের আবেদনের সুপারিশ
প্রধানের বড় জ্বালা দেখছি। আর সদস্যরা..
তাদেরও সই করতে হয়। ঐ যে প্রথমদিন বললাম..
আগে চেকটা সই করুন তো, ব্যাংক বোধহয় বন্ধই হয়ে গেলো।
ও বলেছিলো ধুপধাপ করে সই করো না।

কাগজপত্র সব দেখে সই করবো, দেরী হয় হোক।
এরা বিশস্ত লাক, তুমি ভেবো না।
আরে উপপ্রধান সাহেব কবে ফিরলেন?

কাকীমার অপারেশন ঠিক হলো তো কামালকাকা?
হ্যা ভালোই, তুমি সই নিয়ে চিন্তা কোরো না।
আমি নতুন তো, তাই দেখে শুনে করতে চাই।

চোখ বুজে সই করলে কাজ শিখবো কি করে?
কই দেখি কটা চেক?

চেকগুলো কোন কাজের, ইনস্পেকশন হয়েছে কিনা, মাস্টার রোল---সব কাগজ দেখাবেন, আর ঐ মাইনেরটা সই করে দিয়েছি।

আচ্ছা পঞ্চায়েতের কটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকে?
সাত আটটা হবে। সব স্কীমের জন্য আলাদা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট।

এর প্রত্যেকটায় সই করবে প্রধান আর এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট। খাতা লিখবে সেক্রেটারী। প্রতিটা অ্যাকাউন্টের জন্য আলাদা সাবসিডিয়ারী ক্যাশ বুক।

নিন দেবুদা, সব কাগজ দেখে সই করে দিয়েছি, মিলিয়ে নিন।
তোমার উৎসাহ দেখে ভালো লাগছে।
আপনারা সবাই আছেন আমি দুটি কথা বলতে চাই।
বলেই ফেলো।
আচ্ছা বলুনতো পঞ্চায়েতটা কি?
একটা সরকারী সংস্থা, তার নির্দেশে চলে।
না। পঞ্চায়েতটা একটা স্থানীয় সরকার !!
কালেকই প্রথম জানলুম, শশুরমশাই বই খুলে দেখালেন
এটা তুমি কি বলছো?
আচ্ছা টুয়েলভ ফিনান্স আর আনটায়েড আমরা গত পাঁচ বছরে কত পেয়েছি একটু বলবেন। কামালকাকা আর একটা জিনিস জানলাম।
সেটা কি ?

এদুটো কোনো স্কীম নয়, পঞ্চায়েতের হকের টাকা। সংবিধানে লেখা আছে।
ওরে বাবা। তুমি তো দেখছি এই কদিনেই অনেক কিছু জেনে ফেলেছো। তা সুকুমার কি বলে?
এখনো বলা হয়নি।
টুয়েলভ ফিনান্সে এসেছে ১২ লাখ টাকা আর আনটায়েডে একবারই এসেছে ৪ লাখ টাকা।
কেন?
দেয়নি, তাই।
আরে ভালো কথা, এই পত্রিকাটা দেখেছেন?
খুব দরকারী পত্রিকা, এখানে আসে নিয়মিত।
এই পত্রিকা থেকে সঠিক নিয়ম-কানুন সব জানতে পারবে।পুরোনোগুলো এখানেই কোথাও আছে।
হুঁ, পড়তে হবে, চলুন যাওয়া যাক এবার।

পরের দিন পার্টির মিটিং
পার্টি অফিসে আজ দেখছি চাঁদের হাট..
নতুন প্রধানকে আজকের মিটিংয়ে স্বাগত জানাচ্ছি।
আকাশী কি বলছে শোনো।

আকাশী বলছে পঞ্চায়েত নিজেই নাকি একটা সরকার, আরো কি সব বলছে।

বয়স কম আছে, বলতে দিন না, কারোর কি কোনো অসুবিধা হচ্ছে?
সুকুমারদা যে দুটো গুরুপূর্ণ কথা আমি জেনেছি তাই বলছি।

এক নম্বর হলো পঞ্চায়েত একটা সরকার, আর দুই হলো দেশের আর রাজ্যের তহবিলে তার রীতিমতো হক আছে।

তার মধ্যে দেশের টাকা পঞ্চায়েত নিয়মিত পায়, কিন্তু রাজ্যের টাকা অনিয়মিত। আর পঞ্চায়েতের নিজস্ব আয় সিকিভাগও হয় না।

আরেকটা কথা
আমি স্কুল,
সাবসেন্টার,
সব ঘুরে দেখেছি।
অনেক কিছুই
করার আছে।

এত ভাবার কি আছে?
সব বিষয়েই তো
সরকারের অর্ডার ও
নির্দেশ আছে। সেটাই
তো করতে হবে।

সমস্যা হলে যে দলের হয়ে তুমি ভোটে দাঁড়িয়েছিলে
কাগজপত্র নিয়ে তাঁদের পরামর্শ নেবে।

আমি আমাদের পঞ্চায়েতকে
মডেল পঞ্চায়েত বানাতে চাই।
এমন পঞ্চায়েত যা দেখতে
সারা দেশের লোক
আসবে।
শ্বশুরমশাই বলেছেন
পঞ্চায়েতকে
হতে হবে
মানুষের
প্রতিষ্ঠান।

তাহলে কি এখন
পঞ্চায়েত মানুষের নয়?
কি বলছো তুমি?

পঞ্চায়েত তো এখন
খালি কিছু প্রতিনিধি ও
কর্মচারীদের নিয়ে। সব
মানুষের অংশগ্রহণ
অনেক বাড়াতে হবে।
তবেই হয়ে উঠবে
মানুষের পঞ্চায়েত।

রাস্তাঘাটের অবস্থা খুব খারাপ। ডায়রিয়া হয়ে ভুগছে এখনো কত মানুষ। মানুষকে টেনে তোলার দায়িত্ব তো আমাদের সকলের।
পঞ্চায়েতে বসে আমাদের সেই কাজটাই তো করতে হবে তাই না সুকুমারদা?
এ মেয়ে তো বেশ জেদি..
ঠিকই আছে তবে বাড়াবাড়ি কোরো না।
পার্টি অফিস
আসলে স্বাধীন চিন্তা হঠকারী হয়ে যেতে পারে, তাই সাবধানে থেকো
আকাশীর কথাগুলো খুবই ঠিক।
খারাপ বলেনি মেয়েটা কি বলো?
মেয়েটার বেশী বাড়াবাড়ি।

পঞ্চায়েতের সাধারণ সভা বসেছে
সবাই এসেছেন দেখছি। আজকে আমাদের প্রথম সাধারণ সভা।

কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা হবে। সবাই মন দিয়ে শুনবেন

আমাদের বাই-ল করতে হবে।
প্রতিটি সংসদে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি তৈরী করতে হবে।
পাঁচটি উপসমিতি তৈরী করতে হবে।
আমাদের আগামী পাঁচ বছরের পরিকল্পনা করতে হবে।
আগামী বছরের জন্য বাজেট ও পরিকল্পনা করতে হবে।

এই পাঁচটি মূল কাজ, তাছাড়াও অনেক কাজ আছে।
আমাদের এলাকায় মুরগীর খুব মড়ক লেগেছে এখুনি কিছু করা দরকার।

সে কথা পরে। প্রথমে বাই-ল করা হবে। আমার প্রস্তাব এবার রেট একটু বাড়ানো হোক।
আমাদের আপত্তি আছে। কারোর অবস্থাই এমন কিছু ভালো হয়নি যে তারা বেশী ট্যাক্স দেবে। যা আছে তাই দিতে চায় না।

কামালকাকা আপনার কি মত?
উপপ্রধান সাহেব কি বলেন?
এক্ষুনি ট্যাক্স বাড়ানো ঠিক হবে না। সবে ইলেকশন জিতে এসেছি, সুনাম খোয়াবো নাকি।

বেশ। কিন্তু যা আছে তার পুরোটা তুলতে হবে, আর বকেয়া টাকাও উদ্ধার করতে হবে। আরও অন্য উপায়েও কিছু টাকা তুলতে হবে।
তা কিভাবে হবে?

পঞ্চায়েতে সব এলাকায় পশুপাখির টীকা করণ করবো। প্রতিটি পশুর জন্য এক টাকা ফি নেবো। এতে ১০-১৫ হাজার টাকা উঠবে। আরো উপায় থাকতেই পারে..

আপনারা সবাই ভাবুন।
হ্যাঁ এ তো বেশ ভালো প্রস্তাব।

এবার গ্রাম উন্নয়ন সমিতির নির্বাচন। কবে কোন সংসদে হবে ঠিক করতে হবে।
১৫দিনের নোটিশ লাগবে। সব জায়গাতেই সেক্রেটারি বা এক্সিকিউটিভ অ্যাসিট্যান্ট বা সহায়ককে থাকতে হবে।

সেই মতো আমি দিনক্ষণ সাজিয়েছি। আপনারা দেখে নিন।
প্রচারের কি হবে? লিফলেট ছাপাতে হবে, দেওয়ালে লিখতে হবে, মাইকে করে বলতে হবে। তাছাড়া লোকশিল্পীদের দিয়ে গানবাজনা করালে লোক হবে অনেক। কি বলেন সবাই?

স্থানীয় একটা এন-জি-ও আছে, পরিবর্তন-তাদের দায়িত্ব দিলে কেমন হয়?
হ্যাঁ, ওরা ছোটাছুটি করতে পারবে।

সমিতি নির্বাচনের পদ্ধতিটা এখানে লেখা আছে।
বাহ এটা খুব কাজে লাগবে।

এবার উপসমিতি ঠিক হবে। কামালকাকা আপনিই বুঝিয়ে বলুন, আমি এটা ভালো জানি না।

পাঁচটা উপসমিতি হবে। শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য, কৃষি ও প্রানীসম্পদ, নারী ও শিশু উন্নয়ন, শিল্প ও পরিকাঠামো আর অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতি।

আমাদের যেহেতু দশজন সদস্য তাই উপসমিতিতে প্রধান আর উপপ্রধান ছাড়া আর একজন থাকবেন। উপসমিতির একজন করে সঞ্চালক হবে। অর্থ পরিকল্পনা উপসমিতি হবে সেই চারটি সঞ্চালক নিয়ে।

প্রত্যেকটি উপসমিতি নিজের বাজেট করবে। দুমাসে অন্তত একটা মিটিং করবে। বাজেট গ্রাম সংসদে পেশ করতে হবে, নারী ও শিশু উপসমিতির সঞ্চালক হবে মহিলা।

এই হলো সব ব্যাপার। আমি নামগুলি প্রস্তাব করছি, আপনারা দেখুন।
কামালদার কথা বোঝা গেছে তো?

উপসমিতির অনেক কাজ আছে, পরিকল্পনা করতে হবে, বাজেট করতে হবে। সবাই মিলে কাজ করতে হবে।
কিন্তু বাজেট তো করবে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি?

সেতো সংসদের বাজেটা সব সংসদ মিলিয়ে ক্ষেত্রভিত্তিক পরিকল্পনা ও বাজেট করবে উপসমিতি।
এবার আমি নামগুলো পড়ছি।

নাম পড়া হয়ে গেলে
আমরা অনুমোদন করছি।
মনে রাখবেন বিডিও সভা ডেকে নিয়মমাফিক উপসমিতি করবেন। তখন এই নামগুলোই বলা হবে। আজকের মিটিং এখানেই শেষ।

বাড়ি ফিরে ক্লান্ত আকাশী
প্রধানসাহেবাকে তো বাড়িতে পাওয়াই যায় না।

আজ পঞ্চায়েতের প্রথম মিটিং ছিলো। অনেক দরকারী কাজ হলো..
এই তো সবে শুরু। গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলো তৈরী হয়ে গেলে, কাজে নামতে হবে।
ঠিকই বলেছো বৌমা। পঞ্চায়েতের ১০টা প্রতিনিধি আর চারটে কর্মচারী মিলে পঞ্চায়েত নয়। গ্রাম উন্নয়ন সমিতি সঙ্গে এলে তুমি অনেক লোকবল পাবে।
রাত্রে শুতে যাবার সময়
এবার আমাকে পঞ্চায়েতবার্তার মেম্বার করে দিও।
সে হবে খন, এখন তুমি ঘুমোও তো। রমা আজ দিদার কাছে শুয়েছে।
মাঝে মাঝে ভাবি আমি কি পারবো? পারবো আমার পঞ্চায়েতকে মডেল বানাতে?
তুমি নিশ্চয়ই পারবে। আমি বলছি। দেখে নিও।
আকাশী ও অখিল ঘুমিয়ে পড়লো। কাল থেকে যে আবার অনেক কাজ